بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৫ জানুয়ারি ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইন্দোনেশিয়ার ওয়াক্‌ফে নও সদস্যরা

"এটা আল্লাহ্‌ই, যিনি আমাকে বদলে দিয়েছেন"— হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

২৩ জানুয়ারি ২০২১ ইন্দোনেশিয়ার ওয়াক্‌ফ-এ-নও স্কিমের ৫০ জন পুরুষ সদস্যের সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ওয়াক্‌ফ-এ-নও সদস্যগণ জাকার্তার *আল-হিদায়াহ্ মসজিদ কমপ্লেক্স-এর আর্-রহমত হল* থেকে যোগদান করেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এর পরে একটি উর্দু নযম (ধর্মীয় কবিতা) এবং ইন্দোনেশিয়ায় ওয়াক্‌ফ-এ-নও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ও একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়।

এক ঘণ্টার এ সভার বাকি সময়ে ওয়াক্‌ফ-এ-নও সদস্যরা তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে হুযূর আকদাসের নিকট বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ লাভ করেন।

একটি সফল বিবাহ কীভাবে নিশ্চিত করা যায় — এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"সর্বদা মনে রাখুন যে, একজন স্বামী হিসেবে অবশ্যই আপনাকে বাড়িতে একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। সবসময় মনে রাখতে হবে যে, যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকে, তাহলে আপনার সন্তানদের কষ্ট ভোগ

করতে হবে এবং এভাবেই আপনি পরবর্তী আহমদী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করবেন। সুতরাং, এর সর্বোত্তম উপায় হিসেবে একজন স্বামীকে অবশ্যই ঘরে একটি উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করার পাশাপাশি তার স্ত্রী এবং সন্তানদের প্রতি ভদ্র ও সদয় আচরণ করা উচিত। যদি তিনি এমন আচরণ করেন তবে ঘরে কোনো সমস্যাই সৃষ্টি হবে না এবং তার ছেলে-মেয়েরা আরও ভাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাওয়ার সাথে সাথে তাদের আচরণেরও উন্নতি সাধিত হবে।"

জলবায়ু পরিবর্তন এবং কীভাবে এর মোকাবেলা করা যায় — এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি সমগ্র বিশ্বজুড়েই একটি সমস্যা; বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে, যেখানে জনসংখ্যা অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাড়ছে। শুধুমাত্র বর্ধিত জনসংখ্যার আবাসনের জন্য জাতিসমূহ নতুন নতুন আবাসিক এলাকা তৈরি করছে এবং এ কারণে, বন-জঙ্গল কাটা পড়ছে এবং বন উজাড় হওয়ার এই বিষয়টি জলবায়ু পরিবর্তনের একটি প্রধান কারণ। তাই, আপনাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে, যখনই একটি গাছ কাটা হবে, এর স্থলে দু'টি গাছ রোপণ করতে হবে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ আরও বলেন:

"জ্বালানির ব্যবহারও কমানো উচিত। এখন মানুষ এতটাই অলস হয়ে পড়েছে যে, যদি তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে চায় এবং দূরত্ব যদি মাত্র ১০০ বা ২০০ গজও হয়, সেক্ষেত্রেও তারা হাঁটার পরিবর্তে মোটরবাইক কিংবা গাড়ি ব্যবহার করে থাকে। এভাবেই দূষণ বাড়ছে। দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের পেছনে আরও অনেক নিয়ামক রয়েছে। তাই আমাদেরকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। তবে আমরা বলতে পারি না যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়ে আমাদের সন্তান জন্ম না দেওয়া উচিত।"

হুযূর আকদাস আরও ব্যাখ্যা করেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবেলা এবং মানবজাতির ভবিষ্যতের স্বার্থেই মানুষের করণীয় সবকিছুই সম্পাদন করা উচিত।

হুযূর আকদাস ইন্দোনেশিয়ার ওপরে জলবায়ু পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন; যেখানে বলা হচ্ছে যে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় এর রাজধানী জাকার্তা পানিতে নিমজ্জিত হবে এবং আগামী দশকগুলোতে পানিতে ডুবে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। হুযূর আকদাস বলেন যে, এটা এমন নয় যে, শুধুমাত্র ইন্দোনেশিয়ার মানুষজনই জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার হচ্ছেন আর না কেবল তাদের জীবনধারা এর জন্য দায়ী। বরং, জলবায়ু পরিবর্তন এর কারণ এবং ফলাফল, উভয় দিক থেকেই একটি বৈশ্বিক ঘটনা।

উত্তরের শেষে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) এবং ওয়াক্‌ফ-এ-নও সদস্যদের বনাঞ্চলে এবং বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত।”

হুযূর আকদাসকে ওয়াক্‌ফ-এ-নও সদস্যদের রাজনীতি কিংবা সরকারি চাকুরিতে (সিভিল সার্ভিসে) যোগদানের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। হুযূর আকদাস বলেন যে, ওয়াক্‌ফ-এ-নও তাহরীকের (কর্মসূচির) সদস্যসহ আরও আহমদী মুসলমানের জন্য সরকারি চাকুরিতে যোগদান করা এবং সকল মানুষের জন্য আরও উৎকৃষ্টতর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা উত্তম কাজ।

আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের ওয়াক্‌ফ-এ-জিন্দেগীগণ (ধর্মের সেবায় জীবন-উৎসর্গকারীগণ) কীভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উৎসর্গের চেতনা বজায় রাখতে পারেন, এ বিষয়ক একটি প্রশ্নে উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“একজন জীবন-উৎসর্গকারী হিসেবে সবসময় স্মরণ রাখবেন যে, আপনার সমস্ত কাজই একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এবং আপনার যাবতীয় কাজই আল্লাহ্ তা‘আলার নজরদারির আওতাভুক্ত। আর আমাদের কাজগুলি যদি আল্লাহ্ দেখেনই তবে সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমাদের সকল কাজ সম্পাদন করা উচিত। তাই সবসময় মনে রাখবেন যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে আমাদেরকে সব কাজ করতে হবে। সুতরাং, যদি কেউ এই চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে কাজ করে, তবেই তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে সেবা করতে পারবেন। একইসাথে, আল্লাহ্‌র নিকট অবশ্যই এই দোয়া করতে হবে, যেন তিনি আপনাদেরকে সৎ ও আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করেন।”

আরেকজন প্রশ্নকারী জানতে চান, ইহজীবন এবং পরকালের জন্য সফলতার সংজ্ঞা কী এবং উভয় জীবনে কীভাবে সফল হওয়া যায়?

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এই জগতের ব্যাপারে, আপনি যা-ই করুন না কেন, যেখানেই কাজ করুন না কেন, সততা এবং আন্তরিকতার সাথে আপনার কাজ সম্পাদন করুন ... সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন যে, আপনাকে যে-কোনো দায়িত্ব বা কাজই দেওয়া হোক না কেন, কিংবা আপনার ওপর যে-দায়িত্বই অর্পিত হোক না কেন, আপনার সেটি সততার সাথে সম্পাদন করা উচিত। পরকালের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন যে, কিছু বাধ্যবাধকতা (দায়িত্বাবলী) অবশ্যই পালন করতে হবে এবং এগুলো হলো, কেউ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেন এবং তার জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করেন। এছাড়াও, আপনাদের সঙ্গী-সাথীদের প্রতি দয়ালু ও ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব রাখুন। এভাবে আপনারা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার পাশাপাশি পরকালেও পুরস্কার পাবেন।”

একজন ওয়াক্‌ফ-এ-নও উল্লেখ করেন যে, তিনি কিছু তথ্যচিত্র থেকে জেনেছেন যে, খলীফা নির্বাচিত হওয়ার আগে হুযূর আকদাস মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে পছন্দ করতেন না। তাই তিনি প্রশ্ন করেন যে, হুযূর আকদাস কীভাবে তার নতুন পরিস্থিতিরি সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিলেন।

একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও শক্তিশালী প্রতিক্রিয়ায় হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আমি নিজে জানি না। এটা আল্লাহ্‌ই, যিনি আমাকে বদলে দিয়েছেন। আর এটাই যথেষ্ট।”

একজন ব্যক্তি কীভাবে আলস্য দূর করতে পারেন — এ বিষয়ে হুযূর আকদাসকে আরেকটি প্রশ্ন করা হয়।

এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এর জন্য ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন। এটি নিশ্চিত করুন যে, আপনি সকালে উঠে তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামায আদায় করবেন এবং তারপর আপনার কাজ শুরু করুন ... সবকিছুই নির্ভর করে আপনার ইচ্ছাশক্তির ওপর যে, আপনি কতোটা শক্তিশালী। অলসতা দূর করতে হলে আপনাকে এটি কাটিয়ে ওঠার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হতে হবে। সবকিছুই আপনার ওপর নির্ভর করে যে, আপনি কতোটা শক্তিশালী, আপনার ইচ্ছাশক্তি কতোটা শক্তিশালী।”

সভার শেষে, ওয়াক্‌ফ-এ-নও সদস্যদের জন্য দোয়া করার সময়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আল্লাহ্ আপনাদের সকলের মঙ্গল করুন এবং তিনি আপনাদের প্রত্যেককে ওয়াক্‌ফ-এ-নও এবং খিলাফতের সাথে বন্ধন দৃঢ় করতে এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের মঙ্গলের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে সক্ষমতা দান করুন।”